কবরের আযাব

প্ররম্ভিক কথাঃ
আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন নিদৃষ্ট সময় দিয়ে। এসময়ের নাম হায়াত। হায়াত শেষ হলে মানুষ মরে যায়। মরার পর তার জানাজা করা হয়। দাফন করা হয়। আত্মী-স্বজন মিলে করবে রেখে আসে।

এরপর থেকে সে এক নতূন জগতের বাসিন্দা হয়। যে জগতের নাম আলমে বারযাখ্, পরকাল। লোকজন চলে আসার পর দুইজন ফিরিস্তা আসেন। মৃত ব্যক্তির রূহ থাকে তাদের সাথে।

তারা তাকে জীবিত করে ৩টি প্রশ্ন করেন। সঠিক উত্তর দাতার জন্য জান্নাতের দ্বার খুলে দেন। তাকে ঘুম পড়িয়ে দেন। যে ঘুম ভাঙ্গবে পুনরোত্থানের ফুৎকারে।

আর যে ব্যক্তির উত্তর সঠিক হবেনা। তার জন্য জাহান্নামের দ্বার খুলে দেয়া হয়। কিয়ামত পর্যন্ত নানা আযাব ও গযব চলতেই থাকে তার উপর।

কবরের প্রশ্নঃ
যে তিনটি প্রশ্ন করা হবে তা হলঃ-
ক. তোমার রাব্ব কে? (মানে বাস্তব জীবনে তুমি কার বাতানো নিয়ম-নীতি বা দর্শন মেনে চলেছ?)
খ. তোমার দ্বীন কি? (মানে বাস্তব জীবনে তোমার অনুসরনীয় আদর্শ, দর্শন, নীতি-মালার বা জীবন বিধানের নাম কি?)
গ. তোমাদের অনুকরনীয় হিসাবে কাকে পাঠানো হয়েছে? (মানে বাস্তব জীবনে কাকে অনুসরন করেছ বা কার আদর্শে জীবন কাঠিয়েছ।)

প্রশ্নের উত্তরঃ
তিনটি প্রশ্নের উত্তরও আমাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে। যথাঃ-
ক. আমাদের রাব্ব আল্লাহ।
খ. আমাদের দ্বীন ইসলাম।
গ. আমাদের অনুসরনীয় হিসাবে যাকে পাঠানো হয়েছে তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাঃ।

পর্যালোচনাঃ
কবর হচ্ছে পরকালের প্রথম ও কঠিন চেকপোষ্ট বা বাছাই কেন্দ্র। আর এমন গুরুত্বপুর্ন কেন্দ্রে যে ইন্টারভিউ নেয়া হবে এর প্রশ্ন ও উত্তর সব আমাদের জানা। হয়ত ভাবছেন: তবেত সবাই পাশ..। সবাই দিতে পারবে সঠিক উত্তর।

আসলে ব্যাপারটি এত সহজ নয়। আসল ব্যাপর হল: তখন কেউ মিথ্যা বলতে পারবেনা। মিথ্যা বলার শক্তি মানুষ থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে। যা বাস্তব, যা সত্য মানুষ তখন তাই বলবে। কবরের এই প্রশ্ন উত্তরে বাস্তব জীবনের প্রতি ফলন ঘটবে।

বাস্তব জীবনে আমরা দেখি দুনিয়াতে দার্শনিক, নীতি-নির্ধারক, বা আইন প্রনেতাদের অভাব নেই। অনেক ব্যক্তি বা সংস্থা কাজটি করে যাচ্ছেন বিরামহীন।

তারা মানুষের সামনে কত থিউরী, দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতি-মালা, আইন বা নিয়ম-নীতি উপস্থাপন করছেন। মানুষও এসব মেনে নিচ্ছে, মেনে চলছে।
আবার বুক ফুলিয়ে ঘোষনাও করছে: আমি অমুকের দর্শনে বিশ্বাস করি। আমি অমুকের থিউরী মেনে চলি। আমরা এই সংস্থা বা অরগাইজেশনের নিয়ম-নীতি বা আইন মেনে চলি। ইত্যাদি....।

কবরের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে এ-বাস্তবতারই প্রতিফলন ঘটবে। যেহেতু কেউ মিথ্যা বলতে পারবেনা। সবাই সত্য বলবে। তাই বাস্তব জীবনে যা মেনে চলেছে তাই বলবে।
বলবে: আমার রাব্ব অমুক ব্যক্তি বা সংস্থা। আমার দ্বীন অমুক মতবাদ, আদর্শ বা নীতিমালা। ইতাদি...।
সুতরাং সাবধান! বন্ধুগণ সাবধান!! নিজের সাথে প্রতারনা থেকে সাবধান!!!

আরেকটি কথা আমরা প্রায়ই শুনি। অনেকেই বলে থাকেন: আমরা অমুকের আদর্শের সন্তান। তমুক আমাদের আদর্শ ইত্যাদি.....। ইহাই: তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

যে ব্যক্তি মনে প্রাণে যার আদর্শ মেনে চলে। যাকে অনুসরনীয় বলে মনে করে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে তার নাম বলাই স্বাভাবিক।

তাইত মুনাফিকরা রাসুল সাঃর সঙ্গী হয়েও এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবেনা। শুধু আঁ.... আঁ.. বলবে। বলবে লোকজন কি জানি বলত। আমরাও বলতাম। আমি বলতে পারবনা আঁ... আঁ...।

কয়েকটি প্রমানঃ
কবরে যারা সঠিক উত্তর দিতে পারবেনা তাদের নানা ধরনের আযাব দেয়া হবে। সকাল-সন্ধা জাহান্নাম তাদের সামনে পেশ করা হবে। প্রথমে জান্নাত দেখিয়ে বলা হবে: দেখ! এমন নিয়ামত থেকে তুমি বঞ্চিত হয়েছ। আর জাহান্নাম দেখিয়ে বলা হবে: এহচ্ছে তোমার ঠিকানা। যেমনঃ-

১. (কবরে) তাদের সামনে সকাল-সন্ধা জাহান্নাম পেশ করা হবে। আর কিয়ামতের পর বলা হবে ফিরাউন পরিবারকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। (গাফির: ৪৬)

২. বারা-আ্ বিন আ'যিব রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেন: মুসলিম ব্যক্তিকে করবে প্রশ্ন করা হলে সে সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।
আল্লাহর বাণী: আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে মুঅ্মিনদের ঠিকিয়ে রাখবেন সঠিক বাণী (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ) দিয়ে। (ইবরাহীম: ২৭) দ্বারা ইহাই বুঝানো হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩. অন্য বর্ননায় এসেছে: আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে মুঅ্মিনদের ঠিকিয়ে রাখেন সঠিক বাণী (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ) দিয়ে। (ইবরাহীম: ২৭) আয়াতটি কবরের আযাবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।
বলা হবে: কে তোমার রাব্ব? সে বলবে: আমার রাব্ব আল্লাহ। আমার নবী মুহাম্মাদ। (বুখারী ও মুসলিম)

৪. আনাস রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: মানুষকে কবরে রেখে লোকজন যখন এতটুকু দূরে চলে আসে যে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। তখন দুইজন ফিরিস্তা এসে তাকে বসাবে। তারা বলবে: ওই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) সম্পর্কে তুমি কি বল?
মুঅ্মিন বলবে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি; তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।
তখন বলা হবে: দেখ! জাহান্নামের দিকে দেখ। আল্লাহ এ-স্থানের বদলে তোমাকে জান্নাত দান করেছেন। তাকে জান্নাত জাহান্নাম দেখানো হবে।
আর মুনাফিক ও কাফিরকে বলা হবে: এ-লোকটি (মুহাম্মাদ সাঃ) সম্পর্কে তোমার কি ধারনা?
সে বলবে: আমি কিছুই জানিনা। মানুষ যা বলত আমিও বলতাম।
বলা হবে: তুমি কিছুই জাননা, কিছুই বুঝনা।
তখন লোহার হামার দিয়ে তাকে মারা হবে। সে বিকট চিৎকার করবে যা মানুষ ও জিন্ন ছাড়া সবাই শুনতে পাবে।
(বুখারী ও মুসলিম)

এভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তির উপায় একটাই। আর তাহল: আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে প্রকৃত মুসলিম হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলা।

তাই আসুন! সনাতন ও আধুনিক সকল প্রকার কুফর ও শিরক্ মুক্ত নির্ভেজাল আক্বাইদ ও বিদ্য়া'ত মুক্ত আ'মালের অধিকারী হয়ে প্রকৃত মুঅ্মিন হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলি। রাসুল সাঃর অনুকরনে ও সাহাবাদের আদর্শে জীবন গড়ি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মেনে চলি এবং ইসলাম ও কুরআনের খিদমতে আত্ম-নিয়োগ করে নিজেকে ধন্য করি।